



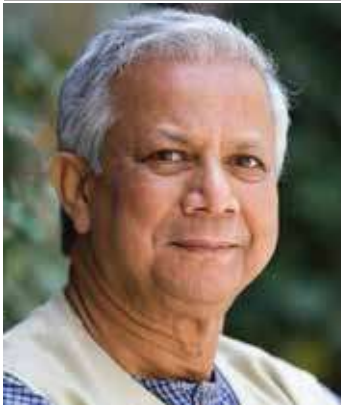
# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ১ম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du\_barta

১৭ মাঘ ১৪৩২, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬

## প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের সাক্ষাৎ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়া সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি, জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহীদ ওসমান হাদীর দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিভিন্ন আবাসিক হল সংস্কারের সার্বিক অগ্রগতি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও

গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। উপাচার্য এসময় মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবময় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপাচার্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সহযোগিতা

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

## জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ



জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দে সঙ্গে মতবিনিময়ের ধারাবাহিকতায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য, উপাচার্য ৫ জানুয়ারি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এসময় উপাচার্য বলেন, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাচার্য জামায়াতের আমিরের পরামর্শ ও সহযোগিতা চান।

জামায়াতের আমির এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

## ২৮শ’ ৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন



২৮শ’ ৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের জন্য ২১ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ৩য় শ্রেণি কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, ১৫ তলা আইটি হাব ভবন নির্মাণ, ৯টি হল (ছাত্র-৪, ছাত্রী-৫), ৬টি

একাডেমিক ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ডাকসু ভবন, মেডিকেল সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, খেলার মাঠ উন্নয়নসহ জিমনেসিয়াম নির্মাণ, জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন, রোড নেটওয়ার্ক এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

## অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

যথাযোগ্য মর্যাদায় সৃষ্টি, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সঙ্গে সৃষ্টি ও সুশৃঙ্খলভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায়, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল কর্মসূচি সৃষ্টিভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোশেদ হাসান খানকে সমন্বয়কারী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ও ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজাকে যুগ্ম সমন্বয়কারী এবং প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদকে সদস্য-সচিব করে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া, এ উপলক্ষ্যে ১৩টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

## নবায়নযোগ্য শক্তির রূপান্তর বিষয়ক সিম্পোজিয়াম

‘Smart Ideas for Clean Power: Innovation and Entrepreneurship in the Energy Transition and Economy’ শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম গত ৭ জানুয়ারি ২০২৬ মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান অনুষদ এই সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির, বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি)-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওয়াহিদ হোসাইন এবং সদস্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। বিইপিআরসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. হাসান মাহমুদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। রসায়ন বিভাগের প্রভাষক মো. আল-আমীন হোসেন এবং সামিহা নাহিয়ান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

সিম্পোজিয়ামের টেকনিক্যাল সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

## বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে উদ্যোগ

গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেটে রেখে হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উত্তরপত্রের প্যাকেটের উপরে “বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন” লেখার জন্য বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদা আন্তরিক রয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা গ্রহণের সময়সীমা প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিনিট বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ডিনস কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী ২০২২ সালে এক সিডিকেট সভায় অনুমোদিত রয়েছে।

## তারেক রহমানের সঙ্গে উপাচার্যের সাক্ষাৎ



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উপাচার্য জাতীয় ঐক্যের প্রতীক সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তারেক রহমানের প্রতি সমবেদনা জানান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতা ও সার্বিক পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের নিয়মিত সংলাপের অংশ হিসেবে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার্থীদের

কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। এছাড়া, উপাচার্য জাতীয় ঐক্যের প্রতীক সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন।

এসময় উপাচার্য বলেন, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতার অনেক প্রভাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাচার্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পরামর্শ ও সহযোগিতা চান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরআগে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে সংরক্ষিত শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

## জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকসভা



জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গত ৪ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। সূচনা বক্তব্য ও শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন শোকসভা আয়োজক

কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ।

শোকসভায় আরও বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী,

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

## দিনব্যাপী গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার উৎসব

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে ‘Research Fair & Career Festival’ গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ সাইন্স এনস্ট্র ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার ফেস্ট উদ্বোধন করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মো. ফজলুল হক। ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সানজিদা মুর্শেদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মেলা আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে সম্মান জানানো যায়। গবেষকদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং তৈরিতেও এই মেলা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলবন্ধনকে

শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে নিয়ে বাঁচে। সরকার ও সরকারি দল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। ইভলিউশন-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের রিসার্চ সংক্রান্ত যে উদ্যোগগুলো আছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে যাচ্ছে। এখানে চমৎকার গবেষণা হচ্ছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ কিছু গবেষণা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েব সফট বিডি, সেইভ দ্যা চিলড্রেন, কারিতাস, বাংলাদেশ এটোমিক এনার্জি কমিশন, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ নেভি, বাংলাদেশ মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিসিলি ডিফেন্স, গ্রান বাংলাদেশ, বিওআরআই, এসিএফ, ইউএনডিপিসহ ৩২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এই গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করে।

## বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে শোকসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাবেক উপাচার্য ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, বর্তমান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জেড এন তাহমিদা বেগম, অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু, ডাকসু-এর ভিপি সাদিক কায়েম ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট-সিনেট সদস্য, হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। শোকসভা কোরআন তেলোয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এরপর ‘শিক্ষা ও জাতীয় ঐক্যে খালেদা জিয়া’ শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। শোকসভা সম্বলদায়ক করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।

এর আগে, মিলনায়তনের বাইরে স্থাপিত শোকবই উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন জাতীয় ঐক্যের এক বিরল প্রতীক। যিনি গৃহিণী থেকে রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়ে বহুমাত্রিক অবদানের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বলেন, মরহুমার জানাজায় সারাদেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাঁর ঐক্য সৃষ্টির সক্ষমতার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

উপাচার্য জানান, বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে একাডেমিক গবেষণা, সাহিত্যকর্ম ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

সূচনা বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের এক অনন্য রাষ্ট্রনায়ক ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার, সাংবিধানিক শাসন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি আপসহীন নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে তাঁর অবদান এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে। এসময় তিনি একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শোকসভায় সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আপসহীন নেতৃত্বের প্রতীক। যার ফলে তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক সমাজের প্রতি বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহানুভূতি ও অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, তিনি ছিলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্রের অঙ্গীকারে অবিচল এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরলস সংগ্রামী একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে। কঠোর দেশপ্রেম ও নৈতিক দৃঢ়তার কারণে নিপীড়ন ও বাধার মুখেও তিনি আপস করেননি এবং দেশের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সাবেক উপাচার্য ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, তিনি ছিলেন একজন আপসহীন নেত্রী, গণতন্ত্রের জননী এবং দেশপ্রেমের অনন্য প্রতীক। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি শিক্ষার মানোন্নয়ন, জাতীয় ঐক্য এবং গণতন্ত্রের জন্য অমর অবদান রেখেছেন। অধ্যাপক ড. আ ফ ম

ইউসুফ হায়দার ‘বেগম খালেদা জিয়া মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এন্ড্রিলেন্স’ চালু করার প্রস্তাব করেন। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের স্বার্থ তুলে ধরা, ডিশন-২০৩০ প্রণয়ন এবং সংকটকালে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ছিল অসামান্য। দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাঁকে বারবার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে, তবে তিনি কখনো আপস করেননি।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দরিদ্রতা হ্রাস, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেশের নারীরা কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সময় তিনি এসিড নিক্ষেপ বন্ধে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের করা আইনের প্রশংসা করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্রের অঙ্গীকারে আপসহীন নেতা। একজন গৃহিণী থেকে তিনি ক্রমেই আপসহীন নেত্রী, প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষার বিস্তৃতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কঠোর দেশপ্রেম ও নৈতিক দৃঢ়তার কারণে নিপীড়ন ও শারীরিক কষ্টের মধ্যেও তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন এবং দেশের জনগণের জন্য অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের প্রতীক। যিনি আধিপত্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসে অনন্য স্থান অর্জন করেছেন। তিনি আরও বলেন, বিএনপিকে সুসংগঠিত করে জনগণের ভোটাধিকার ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করা এই নেত্রীর প্রয়াণে দেশ এক প্রজ্ঞাবান অভিভাবককে হারিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সততা, দেশপ্রেম ও মানবিক নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেশের মানুষের হৃদয়ে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন। তিনি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং স্মরণসভা আয়োজনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বিনয়ী, শালীন ও ব্যতিক্রমধর্মী এক নেতৃত্ব। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক সমাজকে বিশেষ মর্যাদায় ধারণ করতেন।

কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন সংকটকালে দৃঢ়তা, সাহস ও আপসহীন নেতৃত্বের প্রতীক। যাঁর জনপ্রিয়তা ও মানুষের ভালোবাসা ইতিহাসের বৃহত্তম জানাজায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জেড এন তাহমিদা বেগম বলেন, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর প্রজ্ঞা, অমায়িক আচরণ ও আপসহীন গণতান্ত্রিক চেতনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি কারাবন্দি অবস্থায়ও বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ় মনোবল ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রামের কথা স্মরণ করেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়া গৃহিণী থেকে উঠে এসে গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হওয়া এক অনন্য রাষ্ট্রনায়ক। যাঁর দেশপ্রেম ও সততা সর্বজনস্বীকৃত। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ বলেন, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। আমরা তার স্মৃতিতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে আপসহীন এক আদর্শিক নেতৃত্বের প্রতীক। ডাকসু-এর ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও সংগ্রাম আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় পথপ্রদর্শক। আমরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার অবদান দেশের গণতন্ত্র ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী। তাঁর নৈতিকতা ও দেশপ্রেম আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা।

## প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের সাক্ষাৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আশ্বাস দেন।

ঢাবি’র বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে গঠিত কমিটির ধারণাপত্র হস্তান্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা (Special Status) পাওয়ার জন্য প্রয়োজ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ এসংক্রান্ত ধারণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেছে। এসময় কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা (Special Status) পাওয়ার জন্য প্রয়োজ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে উপাচার্যের নির্দেশনা অনুযায়ী চলতি বছর জানুয়ারি মাসে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও এর পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ ২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। এই কমিটি একাধিক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কিত ধারণাপত্র উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করে। এই ধারণাপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিগগিরই সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

## আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই শিক্ষাবৃত্তি কেবল আর্থিক সহায়তার ম্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষার্থীদের সার্বিক অর্জনের স্বীকৃতি এবং তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের প্রণোদনা শিক্ষা জীবন চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিস্র্য ভূমিকা পালন করে। উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্পোরেট খাতের মধ্যে পারস্পরিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ জরুরি। শিল্প ও শিক্ষার সংযোগ জোরদার করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেট হাউসগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও বিস্তৃত ও বহুমুখী করতে চায়। তিনি এ উদ্যোগের জন্য আকিজ গ্রুপ ও আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ-কর্পোরেট অংশীদারিত্বের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। সভাপতির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী প্রান্তিক ও অসচ্ছল পরিবার থেকে আগত। সীমিত আর্থিক সক্ষমতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না, যার ফলে কেউ কেউ পড়াশোনা থেকে বারে পড়ে বা কাক্ষিক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ প্রেক্ষাপটে আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের মতো সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, এই শিক্ষাবৃত্তি শুধু আর্থিক সহায়তা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন টিকিয়ে রাখার একটি কার্যকর মাধ্যম। এ উদ্যোগের জন্য তিনি আকিজ গ্রুপ ও আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতে বৃ্তির সংখ্যা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান।

কোষাধ্যক্ষ আরও প্রস্তাব করেন, শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে একটি স্থায়ী ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি তিনি আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আকিজ উদ্দিনের সংগ্রামী জীবন ও নেতৃত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে কোনো একাডেমিক উদ্যোগ, ফ্যাকাল্টি, স্মারক বক্তৃতা বা শিক্ষা কার্যক্রম চালুর প্রস্তাব দেন।

## নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার



উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে ‘Educating Women, Empowering Bangladesh : Reflection on the Leadership of Begum Khaleda Zia’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজীর সভাপতিত্বে উল্লেখনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়্যেবুর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সামাপী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন প্রভাষক আতিয়া সানজিদা সুষমা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্মের উপর একটি নির্মোহ একাডেমিক মূল্যায়ন করতে চাই। বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা কিংবা একটি নির্দিষ্ট দলীয় নেতার বলয় থেকে আমরা আরও বড় পরিসরে দেখতে চাই। কারণ এদেশের সাধারণ মানুষ দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসে ও সম্মান করে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, দারিদ্র বিমোচন, এসিড সন্ত্রাস নির্মূল, পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের সার্বিক অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আইন বক্তৃতা



আইন অনুষদের উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ‘Constitutional Law and Democratic Backsliding’ শীর্ষক একটি বিশেষ আইন বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো-এর ল’ স্কুলের খ্যাতনামা সর্ষবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক টম গিন্সবার্গ (Tom Ginsburg)। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. তোহিদুল ইসলাম। এসময় দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ও বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই আয়োজনটি মূলত জ্ঞানচর্চার এক মহৎ উদ্যাপন। সর্ষবিধান ও সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে বিশ্ববরেণ্য গণ্ডিত অধ্যাপক টম গিন্সবার্গকে কেন্দ্র করে আজকের এই জনবক্তৃতা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি এমন একজন একাডেমিক যিনি তত্ত্ব ও প্রয়োগ-এই দুইয়ের মধ্যে সফলভাবে সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন।

## ফকির আবদুল মান্নান ও ওয়াজেদা আখতার স্মারক ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফকির আবদুল মান্নান এবং ওয়াজেদা আখতার স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড’-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাতা পরিবারের সদস্য ড. মোহাম্মদ নিয়ামত ইলাহী ৬ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এই অত্মদানের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন ১০ লাখ

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান নিয়ে একাডেমিক গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে তিনটি প্লেনারি সেশন ছিল। ১ম সেশনে ‘Women’s Empowerment, Education and the Legacy of Begum Khaleda Zia’ বিষয়ক পোস্টার উপস্থাপন করেন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া রহমান, জেরিন সাদাফ ও লাবিবা তাবাসসুম। সেশনটিতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব। পোস্টার-এর উপর আলোচনায় অংশ নেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অমিয় সৃজন সাম্য।

২য় সেশনে ‘Women’s Empowerment and Education in Bangladesh : Reflections on Begum Khaleda Zia’s Leadership’ শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ। সেশনটিতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব। গবেষণাপত্রের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. লায়লা নূর ইসলাম। ৩য় সেশনে ‘Stories About Her : Gen Z’s Reflections on Khaleda Zia’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষার্থী আদ্রিতা আজম অরনি ও সাইমা নওয়ার। তারা তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচর্চা নিয়ে আলোচনা করেন। সেশনটিতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইশরাত জাহান খান এবং প্রভাষক ফারিহা জাহান।

## উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

## যুক্তরাজ্যের দু'জন অধ্যাপক



কংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ডেভিড লিয়ন এবং লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিন সিটন গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাঁর প্রশাসনিক আমলে বিরাজমান শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে

অতিথিদের অবহিত করেন। উচ্চশিক্ষার মালোন্ময়নের লক্ষ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য আমরা নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। \* আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও তিনি অতিথিদের অবহিত করেন।

## আল-বিরুনি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন



বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরকনির প্রয়াণের সহস্রাব্দ স্মরণ উপলক্ষ্যে গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আবু রাইহান বিরকনি ফাউন্ডেশন এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

আবু রাইহান বিরকনি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু মুসা মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ'র সভাপতিত্বে সম্মেলনে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সুপারনিউমারার অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. ওয়ালাউল ইসলাম এবং ফারহিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক শেখ শাহ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন গাজী বক্তব্য রাখেন। আবু মুসা মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে 'Al-Biruni Millennium Demise  
Anniversary Commemoration World  
Congress Memorial-Book Volume 2'

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরকনির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, রসায়ন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এধরনের অনুষ্ঠান আলোজনের জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

আল-বিরকনির জীবন, কর্ম ও শিক্ষা-দর্শন সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা চাই শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এনজিও, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসহ সবাই এক্যবদ্ধভাবে কাজ করুক। যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্কিং জোরদারের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

## ইসলামী ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ইসলামী ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৯ জানুয়ারি ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগ এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে। 'টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ফিন্যান্স' প্রতিপাদ্য নিয়ে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের শরীয়াহ উপদেষ্টা বোডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবু বকর রফিক, ইউনাইটেড ফিন্যান্স লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং অ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্স ইনস্টিটিউশনস (এএওআইএফআই)-এর মহাসচিব ওমর মোস্তফা আনসারি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেন এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকি আন-নদভী স্বাগত বক্তব্য দেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এম সাদিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কবির হাসান, যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিব আহমেদ, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ড. মো. ইমরানুল হক, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার অধ্যাপক ড. হাবিবুল্লাহ জাকারিয়াহ, আইএসআরএ কনসাল্টিং মালয়েশিয়ার সিনিও অধ্যাপক ড. একাদার শাহ মোহাম্মদ রশিদ এবং এওআইএকআই-এর গোর্নর্নেল এড এথিব্রু বোর্ডের স্যোয়ারামান মোহাম্মদ ফারুক রেজা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সেকারী অধ্যাপক কাজী মো. জামসেদ আলী ইসলামী ব্যংক বাংলাদেশের ফার্স্ট এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মুফতি মুহাম্মদ হেদোয়েতুল্লাহ অস্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ব্যারিংকিং খাতের সাম্প্রতিক সংকট তুলে ধরে বলেন, এধরনের সম্মেলন ব্যারিংকিং খাতের সংকট উত্তরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন সংস্কটকোমোকাবোলাব্যাংকাডেমিয়া-ইনস্টিটিউটমধ্যে পাসপোর্সরীক সীলপ, সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং জোরদার করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ‘বাংলাদেশে ইসলামী ফিন্যান্স শিকা’ শীর্ষক হেটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. গৌলজার অনুমোদিত, ডাক বিশ্ববিদ্যালয় বাজেনস স্টাডিজ নব্বদের চাক অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের ইমাম মুফতি মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী আন-নাবী এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক প্যানলে আলোচনা অংশ নোন। প্যানলে আলোচনা সম্মেলন কনেনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়ান্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কবির হাসান।

# উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ৪১টি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিং প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, সকল অনুষদের ডিন, সকল হলের প্রভোস্ট এবং ডাকসু ও হল সংসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাভেদ আলম মুধা বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

# দিনব্যাপী বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

১৫তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. জেড এন তাহমিদা বেগমের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-এর আব্বাস অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্বাগত বক্তব্য দেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সচিব অধ্যাপক ড. ইয়ারুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী নূর ই তাজ জাহান তম্বী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সমাজের সর্বত্র বিজ্ঞান চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অলিম্পিয়াডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি তৈরি করা প্রয়োজন। সামাজিক এক গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আমরা সমাজকে নিয়ে চলতে চাই। শুধু সরকার আর সরকারি দল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। আমি আমার হাত বাড়িয়ে রেখেছি। আশা করছি আপনি আমার হাত ধরবেন। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হলো। অন্যদিন অন্য জায়গায় আয়োজনটি হবে। এভাবেই আমাদের বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান চর্চাকে শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এটিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

মামরা সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্র্যাকটিসিং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক উত্তরোত্তর শক্তিশালী করতে চাই। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের দুর্বল করে ফেলেছে উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, প্র্যাকটিসিং জগতের সঙ্গে একাডেমিক জগতের মেলবন্ধন শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা সম্ভব। উল্লেখ্য, তরুণ সমাজকে বিজ্ঞান মনস্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী প্রতি বছর বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। এ বছর বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগ থেকে ৫৪৮ জন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ দুই গ্রুপে শিক্ষার্থীরা অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। দুই পর্বে ৩০ জন করে মোট ৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। দুই গ্রুপের প্রথম ১০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি, মেডেল, সনদপত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই দেওয়া হয়। অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান অধিকারীকে ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ৬ হাজার টাকা, তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ৫ হাজার টাকা ও বাকী ৭ জনকে ৪ হাজার টাকা করে প্রাইজ মানি দেওয়া হয়।

## আইইউবি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর-এর সাক্ষাৎ



ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ  
(আইইউবি)-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক  
ডানিয়েল ডব্লিউ লুভ গত ১ জানুয়ারি ২০২৬  
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে  
সাক্ষাৎকারে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকারে তাঁরা বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ  
তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি  
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা  
জোরদার করা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময়

করেন। উদ্যোক্তা অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সমাজের উন্নয়নে একাবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে আমাদের নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

জাপানের এনইএফ বৃদ্ধি পেলেন ১২ মেধাবী শিক্ষার্থী



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং  
আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস  
অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১২জন মেধাবী  
শিক্ষার্থী জাপানের নাগাও ন্যাচারাল  
এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) বৃত্তি  
লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ  
আহমদ খান গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬  
উপাচার্যের সভা কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান  
অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের  
হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।  
এসময় আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল  
সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো.  
হুমায়ূন কবীর, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের  
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ,  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনইএফ স্কলারশিপ  
প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ  
জামেদ হোসেন এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের  
অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা  
উপস্থিত ছিলেন।  
এনইএফ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- জান্নাতুল মাওয়া  
মমিতা (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সাঈদা ফায়সাহ শাহরিন  
(উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সুহানা মৌরিন (উদ্ভিদ বিজ্ঞান),  
মো. মাজহারুল ইসলাম (মৎস্যবিজ্ঞান),  
জিান্নাতুল ইসলাম প্রভাশা (ডিজাস্টার সায়েন্স  
অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), মারুফা পারভিন  
কারিনা (ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট

রেজিলিয়েস), জয়িতা সাহা (অণুজীব বিজ্ঞান), মো. তাহসিন রেজা অনন্ত (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), মোসা. সারা মনি (ভূগোল ও পরিবেশ), মো. রাজীব (আবহাওয়া বিজ্ঞান), মনীষা দে (সমুদ্রবিজ্ঞান) এবং নোশিন তাসফিয়া মুন্না (প্রাণিবিদ্যা)।

উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষ করে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে নাগাওন ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এলক্ষ্যে এনইএফ কর্তৃপক্ষ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে। প্রতি বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনইএফ কমিটি জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং আর্থ আন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে। পরবর্তীতে, এই কমিটি একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবেন এবং এই জ্ঞান ভবিষ্যতে কর্ম জীবনে প্রয়োগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এফএসবি-ইয়ং ফিশারিজ  
স্টুডেন্টস কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত



এফএসবি-ইয়ং ফিশারিজ স্টুডেন্টস কংগ্রেস (FSB-Young Fisheries Students Congress) গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘Fisheries Students : The Future Leaders in Innovation and Entrepreneurship’ প্রতিপাদ্য নিয়ে এই কংগ্রেস আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ফিশারিজ সোসাইটি অব বাংলাদেশ (এফএসবি) এবং বাংলাদেশ ফিশারিজ এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েশন (বিএফইএ) যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ মামুন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস্য অধিদপ্তরতর মৎস্যপরিচালক মো. জিয়া হুসদার চৌধুরী এবং বিএফইএ-এর মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র বিশেষ অতিথি

হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. কে. ফজলুল হক ভূঁইয়া। ওয়ার্ল্ড ফিশ বাংলাদেশের কাফি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফারুক-উল ইসলাম। ফিশারিজ সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আবুল মনসুর এবং সম্পাদক অধ্যাপক ড. এস. এম. রফিকুজ্জামান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মতব্য খাতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ খাতের উন্নয়নে আমাদের এক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাকটিশনারদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে। জাতীয় স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

## চারুকলায় জয়নুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন



দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ চারুকলা অনুষদে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, সেমিনার প্রভৃতি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ও প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে উপাচার্য জয়নুল গ্যালারিতে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

## ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ কোর্সের সার্টিফিকেট প্রদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘Effective Professional Communication’ শীর্ষক বিশেষ কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। এসময় ICEC-এর আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব আবু দাইয়ান মোহাম্মদ আহসানউল্লাহসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত Industry Collaboration and Employment Committee (ICEC) এই বিশেষ কোর্স চালু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এবং Student Promotion and Support Unit (SPSU) এর যৌথ সহযোগিতায় কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে। এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো- বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্র্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হয়। কোর্সে প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজে থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৭ শিক্ষার্থী

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ এবং ‘ড. এ.এইচ.এম করিম ও হোসনে আরা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন শিক্ষার্থীকে ‘অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৩ জন শিক্ষার্থীকে ‘ড. এ.এইচ.এম করিম ও হোসনে আরা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্বিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬ উইকেটে লোক প্রশাসন বিভাগকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

## অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২৩ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার’ প্রদান করা হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক সিতারা পারভীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন সহযোগী অধ্যাপক শাওস্তী হায়দার। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সহকারী অধ্যাপক মার্জিয়া রহমান অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, এই পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি শিক্ষার্থীদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এধরনের আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা প্রয়াত অধ্যাপক সম্পর্কে জানতে পারবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- আজরা হুমায়রা, মুহাম্মদ মুঘযাম্মিল হক, আবীর ফেরদৌস অয়ন, কৌরিএ পোন্দার তীর্থ, আসরিফা সুলতানা রিয়া, সুমাইয়া জাহান, আফরিনা সুলতানা, বাঁধন দেব, আফরিন জাহান ও মো. রাফিউজ্জামান লাবীব। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

## সৈয়দ আবদুল আজিজ-আখতারুন নাহার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সৈয়দ আবদুল আজিজ ও আখতারুন নাহার ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে। পিতা মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য পরিবারের পক্ষে ড. সৈয়দা জাকিয়া হোসেন ১০ লাখ টাকার চেক গত ১ জানুয়ারি ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবাল, সিভিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মুতিসহ দাতা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই ট্রাস্ট ফান্ড শুধু বৃত্তি প্রদানের একটি উদ্যোগ নয়; এটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম। তিনি বলেন, সমাজের সঙ্গে টেকসই সম্পর্ক গড়ে উঠলে শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়নে তার প্রতিফলন ঘটে। উপাচার্য আরও বলেন, এই ট্রাস্ট ফান্ডকে ঘিরে কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম জোরদার করা, আধুনিক ডেটাবেস এবং স্বচ্ছ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। যা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আরও শক্তিশালী করবে। এই তহবিল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আভারথ্র্যাজুয়েট প্রথম বর্ষ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত মেধাবী ও অসচ্ছল ছাত্রীদের এককালীন বা মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগ উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্মারক বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান



রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো র্যালি, বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্মারক বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি। এ উপলক্ষ্যে গতকাল সন্ধ্যায় রোকেয়া হল মিলনায়তনে ৩৭তম বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্মারক বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন। রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ‘রোকেয়ার সময়’ শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন সেট্রাল উইম্বেস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান। আলোচনায় অংশ নেন রোকেয়া হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. লায়লা নূর ইসলাম। এসময় প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, রোকেয়া হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষবৃন্দ, অ্যালামনাই, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, নারী শিক্ষায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী। জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। গণিত বিভাগের ছাত্রী জয়ন্তী ঘোষ এবছর বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হলেন, রিয়া সাহা (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), ফারিয়া শারমিন (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট), রিফা সানজিদাহ (প্রাণবিদ্যা), অর্পিতা সাহা (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল), তানজিমা বুশরা রাইয়ান (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), নাদিয়া ফারজানা সুমাইয়া এবং সাদিয়া আকতার সুরাইয়া (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস)। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হলেন, মিথিলা ফারজানা (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), রুকাইয়া পারভীন লাবনী (অণুজীব বিজ্ঞান), মারিয়াম মালিহা (গ্রাফিক ডিজাইন), মুনশি মুস্তারিন জামাল প্রমা (অর্থনীতি) এবং মোসা. সারা মনি (ভূগোল ও পরিবেশ)। এছাড়া, কল্যাণ বৃত্তি পেয়েছেন পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের ছাত্রী মোছা. মৌসুমী আক্তার।

## ১০৯ জন শিক্ষার্থীর ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকে ট্রাস্ট বৃত্তি লাভ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষ আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১০৯ জন শিক্ষার্থীকে ১৩ লাখ ৮ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি লাভ করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকে ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকে-এর নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মির্জা আসাব বেগ, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান, সদস্য ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আবুল কালাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য

রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তি প্রদানের জন্য অ্যালামনাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় চলে। সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, অ্যালামনাইকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে চাই। উল্লেখ্য, কলা অনুষদের ২০ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ৬ জন , আইন অনুষদের ২ জন , বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৮ জন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২০ জন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ১১ জন, ফার্মেসী অনুষদের ৫ জন, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ৫ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ৬ জন, চারুকলা অনুষদের ৮ জন এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ১৮ জনসহ মোট ১০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৃত্তি লাভ করে।

## আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৫০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের অর্থায়নে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের ১৫০ জন মেধাবী ও অসচ্ছল নিয়মিত শিক্ষার্থীকে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে এক বছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে তিন মাসের এককালীন বৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোয়ারা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়েই এর ভিত্তি শক্তিশালী হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সম্ভানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মৌলিক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সংস্থাগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

**সম্পাদক:** মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮